

এই সময়

টাইটানিকের একজন যাত্রী বলছি

আনিসুল হক

জেমস ক্যামেরনের টাইটানিক ছবিটার শেষ দৃশ্যগুলোর কথা মনে পড়ছে। জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বরফ শীতল পানি। যাত্রীরা নানাভাবে মরতে পারে। পানিতে ডুবে গিয়ে। পানিতে ভাসতে ভাসতে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। মরতে হবেই। সবাইকেই। আর জাহাজটা ডুবে যাবে একেবারে। অকূল সমুদ্রে। তখন জাহাজের কাপ্তান কী করবেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যন্ত্রী দলকে। বাজাও বাজনা। তারা বাদ্যযন্ত্রে হাত দিল। সঙ্গীত উঠল বেজে। আর সেই সঙ্গীতের মধ্যে কাপ্তান গিয়ে ধরলেন জাহাজের হুইলখানা। একটু একটু করে ডুবছে টাইটানিক। কাপ্তান তবু তার স্থানে অবিচল। হুইল ধরে আছেন। বাদকরাও কর্তব্যে অটল। তারা বাজিয়েই চলেছেন। তারা নিজেরাও ডুবে যাচ্ছেন। তাদের হাঁটু ডুবল, কোমর ডুবল, তবু হাত চলছে।

ওই সময় টাইটানিকের সাধারণ যাত্রীদের মনে কী অনুভূতি হয়েছিল, আমি জানি না। তারা খুব ভয় পেয়েছিলেন, তারা আতঙ্কে মরার আগেই মরে গিয়েছিলেন-এ রকম হওয়াই স্বাভাবিক। আমি আমার হৃৎপিণ্ডে ওই রকম একটা ভয় আর আতঙ্ক অনুভব করছি। আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ওই রকমই এক অসহায়তার অনুভূতি শীতল সাপের মতো নেমে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের সবার চোখের সামনে একটা দেশ ডুবে যাচ্ছে। একটা দেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। মাত্র কয়েকটা মাসে কী সব কাণ্ডই না ঘটে গেল, ঘটে যাচ্ছে এই দেশে। শত টুকরা লাশ, চট্টগ্রামে সরকারি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী অপহরণের অভিযোগ, ইপিজেডের কর্মকর্তা বিমানবাহিনীর প্রাক্তন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা খুন, বোমা হামলায় খুলনায় সাংবাদিক খুন, চট্টগ্রামে ট্রাক ট্রাক অস্ত্র ও গোলাবারুদের চালান ধরা পড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অধ্যাপক হত্যাচেষ্টা, সর্বহারা রাজনীতির নামে স্থানে স্থানে পাঁচজন/ সাতজন জবাই, আহমদিয়াদের মসজিদে হামলা, আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপি হত্যা-এসবের রেশ কাটতে না কাটতেই ঘটে গেল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা, সিলেটে হজরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারসংলগ্ন মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বেরোনোর সময় বোমা হামলার শিকার হলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার। এরপরে আর থাকল কী?

থাকল এই যে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলো গাছে উল্টো করে ঝোলানো মানুষের লাশ। এটা নাকি বাংলা ভাই বাহিনীর অভিযানের অংশ। ওই লাশটা চোরের হতে পারে, খুনির হতে পারে, সর্বহারার হতে পারে, যারই হোক না কেন, যেকোনো মানুষকে

হত্যা করা মানে ভয়াবহ অপরাধ করা, সেটা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য, সে শাস্তি সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে, কিন্তু আমরা বিপ্লবের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, এই অপরাধীদের ধরা হবে কি হবে না, তা পুলিশ জানে না। সংবাদপত্রে একদিন খবর বেরোয়, বাংলা ভাইকে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন সুরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। আর পুলিশ বলে সে নির্দেশ তারা পায়নি। তারপর খবর বেরোয় এবার নির্দেশ দিয়েছেন সুয়ং প্রধানমন্ত্রী। তারপরও ধরা পড়ে না বাংলা ভাই কি তার বাহিনীর একজনও। আওয়ামী লীগ কি বি. চৌধুরীর মিছিলে লাঠিচার্জ করা বা কাঁদানে গ্যাস ছোড়ার জন্য নির্দেশ পেতে পুলিশের দেরি হয় না, কিন্তু সন্ত্রাসী ধরতে গেলে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের দরকার হয়। আর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেও কাজ হয় না। দেশটা কি আছে? আছেই তো দেখতে পাচ্ছি! সরকার কি আছে? হ্যাঁ, বিরোধী মিছিল দমনের সময় তো দেখা যায় সরকার আছে, প্রশাসন আছে, পুলিশ আছে। ওদিকে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপরে বোমা হামলার তদন্তের নানা খবর সংবাদপত্রে পড়ছি। বলা হচ্ছে, পুলিশ সিলেট এলাকার অস্ত্র চোরাকারবারি, গ্রেনেড বিশেষজ্ঞ, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় চক্রের ওপর নজর রাখছে। বাহ। নজর রেখে রেখে পুলিশ কিছু শিখছে তো ওদের কাছ থেকে। নজর রাখা হচ্ছে, কিন্তু ধরা হচ্ছে না। এতদিন ধরা হয়নি। বোধহয় জামাই আদর করা হয়েছে। কেন? সুরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেননি বলে?

এ কোন দেশে আছি। এ কি মগের মুল্লুক। বাড়িতে চোর ঢুকলে পুলিশ ডাকা হলে পুলিশ কি চোর ধরবে, নাকি ছেড়ে দিয়ে বলবে আমরা এখনো চোর ধরার নির্দেশ পাইনি! ব্যাপার দেখি, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুকের মতো, ঘরে চোর ঢোকার পরেও ভানু মনে মনে ভাবছেন, দেখি না বেটা কী করে! বউয়ের গলা থেকে চেইন খুলে নেওয়ার পরও তিনি মনে মনে ভাবছেন, দেখি না বেটা কী করে! আফগানিস্তান থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফেরা বা বোমার কারবারি হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠার পরও তারা বহাল তবীয়তেই আছে এবং ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে এখন তারা পুলিশের নজরদারির ভেতরে পড়েছে।

তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। আহমদিয়াদের মসজিদে কারা বোমা মারে, কারা গির্জায় বোমা মারে, কারা সিনেমা হলে বোমা মারে, সে তো সহজবোধ্য। কিছুদিন আগে কারা সিলেটে হজরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারে ওরসে বোমা হামলা চালিয়েছিল, বোঝা যায় না? কারা এ দেশে বারবার বড় বড় অস্ত্রের চালান নিয়ে আসে? ওই সব অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এখন হামলা হয়েছে সুয়ং ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপরে।

এরপরেও সরকারের কোনো বিকার আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপি হত্যাকাণ্ডের পরে প্রথম দফায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে বসল আওয়ামী লীগ কর্মীদেরই, বিক্ষোভ করার অভিযোগে। অথচ প্রকাশ্য দিবালোকে কারা তাকে গুলি

করেছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের নামধাম সব বলে আসছে প্রথম দিন থেকেই। তিন-চার দিন পর পুলিশ বেরোল মামলার এজাহারভুক্ত আসামিদের ধরতে। ওরা ততক্ষণও বসে থাকবে বাড়িতে, পুলিশ এলে তাদের মালা দিয়ে বরণ করতে! সিলেটের ঘটনাতেও প্রথমে ধরা হলো ছাত্রলীগ কর্মীদের। তারপরে হুঁশ হলো। না, ধর্মীয় উগ্রপন্থিরাও ঘটনা ঘটতে পারে। তিন-চার দিন পর সন্দেহভাজনের ডেরায় গিয়ে দেখা গেল, পাখি উড়াল দিয়েছে। কী আশা করেছিল পুলিশ? ওখানে ওরা বসে থাকবে? পুলিশ এলে হাত এগিয়ে দিয়ে বলবে, এতক্ষণে এলেন। সেই কবে থেকে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

প্রধানমন্ত্রী নাকি নির্দেশ দিয়েছেন বাংলা ভাইকে ধরার। আসুন, আমরা ইন্টারনেটে জনমত জরিপ করি : প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের। আপনি কি মনে করেন তারপরও তিনি ধরা পড়বেন?

এই দেশ কে চালাচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী নাকি অন্য কেউ?

যদি বাংলা ভাই-ই ওই সব এলাকায় মানুষের মনে শান্তি ও সুস্থি এনে দিতে পারেন, তাহলে আর পুলিশ ও প্রশাসনের দরকার কী? আপনারা পদত্যাগ করুন। নিজেদের প্রত্যাহার করে নিন।

এই দেশে ব্যক্তিমানুষের কোনো নিরাপত্তা তো নেই-ই; এবার দেখা যাচ্ছে, জাতীয় পর্যায়ে অপরাধ ও সন্ত্রাস দমন করার হয় সাধ্য অথবা সদিচ্ছাও সরকারের নেই।

একটা দেশ তলিয়ে যাচ্ছে, আর সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে। সরকার তাকিয়ে দেখছে। বিরোধী দল তাকিয়ে দেখছে। সিভিল সমাজ তাকিয়ে দেখছে। দু-একজন অবশ্য দায়িত্ব পালন করছেন। যেমন বাদ্যযন্ত্রীরা সঙ্গীত থামাননি টাইটানিকে। তেমনি মুহম্মদ জাফর ইকবাল বা ডক্টর কায়কোবাদ স্যাররা গণিত অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে গণিতে উদ্বুদ্ধ করতে এই গরমের দিনে মাইক্রোবাসের পেছনে বসে ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা বাংলায়। কিন্তু তাতে কি টাইটানিকের নিমজ্জন ঠেকানো যাবে। ডুবন্ত জাহাজ থেকে যেমন করে নেংটি হুঁদুর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবার আগে, তেমনি ব্যস্ততায় যে যেমন করে পারছে, দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মোটামুটি যোগ্যতা আছে যাদের, তারাই স্ত্রী-সন্তানের হাত ধরে পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে, কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়, কোথায় নয়! যারা চলে যাচ্ছেন, তারা গিয়ে বাঁচছেন। দূর থেকে তারা দেখবেন একটা দেশের অপমৃত্যু। একটা জাতির আত্মঘাত। দেখবেন, আর দূর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন, একদা একটা দেশ ছিল বাংলাদেশ নামে... আর যারা এ দেশে থাকবেন, তারা সব মুখ লুকোবেন বালিতে, মাথার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা ভাববেন, না কিছুই ঘটছে না।

কিন্তু আসলে ঘটছে। একটা দেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। একটা রাষ্ট্র পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে পড়ছে। চারদিকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তারই প্রমাণ। তারই দৃষ্টান্ত মাত্র।

আনিসুল হক : কবি, লেখক, সাংবাদিক।

উৎসঃ প্রথম-আলো

সংগ্রহ : খায়রুল হাবিব, এন.ইউ.এস, সিংগাপুর